পঞ্চগড় জেলার সাঁকো ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর পরিবেশ সংরক্ষণে সাফল্য

এ.এফ.এম জাকির হোসেন
উপজেলা সমবায় অফিসার
বোদা, পঞ্চগড়।

ভূমিকাঃ

"আমরা টেকসই উন্নয়নে বিশ্বাসী" এই স্লোগানকে মনে ধারন করে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় সাকোঁ ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতির কিছু দরিদ্র ব্যক্তিদের মাঝে পারস্পারিক সহযোগীতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠন ভিত্তিক পরিকল্পিত জীবন লক্ষ্যে সমিতির সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে সদস্যের এবং সমষ্টিগতভাবে সমিতিকে অর্থনৈতিক সাবলম্বী করে গড়ে তুলে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট উভয় পরিবেশের জন্য অনুজীব ও জীব প্রতিটি উপাদান অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভৌতরাসায়নিক ও ভৌগলিক কারনে এ উপাদানগুলোর মধ্যে যে কোন একটির ব্যাপক পরিবতন ঘটলে মাত্রাতিক পরিবেশের উপর এর বিরুপ প্রভাব পড়ে এবং পরিবেশ দূষন হয়।

পরিবেশ রক্ষায় গাছপালার ভূমিকা যে সর্বাধিক তা বলাই বাহুল্য। জীবন জগতে খাদ্য বা শক্তির জোগান উদ্ভিদ, নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে, অন্য কোনো প্রাণী নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না। সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ কার্বোহাইড্রেট বা গ্লুকোজ নামক মৌলিক খাদ্য উপাদান প্রস্তুত করে। তারপর পর্যায়ক্রমে তার রূপান্তর ঘটে এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে স্থানান্তরিতহয়ে শক্তির জোগান দেয়। প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শক্তির জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল, তা সে মাংসাশী হোক বা নিরামিষাশিই হোক। তাই উদ্ভিদ হলো উৎপাদক আর বাকি সব প্রাণীই ভক্ষক। এক কথায় উদ্ভিদ ছাড়া এ পৃথিবীতে জীবন অকল্পনীয়।

মুজিববর্ষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে-**"সবুজে বাঁচি, সবুজ বাঁচাই, নগর-প্রাণ-প্রকৃতি সাজাই" শ্লোগানকে বুকে ধারণ করে সাঁকো ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ বোদা শাখার উদ্দ্যেগে সমিতির সদস্যদের মাঝে চারা বিতরণ, রোপণ ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচি ২০২০ এর শুভ সূচনা করা হয়।**

পরিবেশ দূষণ রোধে আমাদের করনীয়ঃ

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ রোধ ও সুরক্ষায় অনেক উন্নত দেশের চেয়েও ভালো আইন-কানুন আছে, এমনকি পরিবেশ আদালতও রয়েছে। সংবিধানেও পরিবেশ সুরক্ষার কথা বলা আছে। এখন যেটা সবচেয়ে জরুরি দরকার, সেটা হলো জনসচেতনতা। যার-যার আচরণে পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
পরিবেশ রক্ষায় কেবল আইন-কানুনই যথেষ্ট নয়। মানুষকে সচেতন ও তাদের উদ্বুদ্ধ করা না গেলে সরকারের একার পক্ষে পরিবেশ দূষণ রোধ তথা রক্ষা করা যাবে না।

পরিবেশ দূষণ রোধ করা অত্যান্ত জরুরী। পরিবেশ দূষণ প্রতিকার করার জন্য সাঁকো ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ পদক্ষেপ গ্রহন করেছে সেগুলো হচ্ছে গণমাধ্যমে বিপন্ন পরিবেশের ভয়াবহতা সম্পর্কে বেশি বেশি প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে, গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে, বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে, পশুপাখির মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে, ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে, প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদান ও সম্পদের সংরক্ষণ, সঠিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দিতে হবে, পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করতে হবে, জ্বালানি হিসেবে কাঠ কয়লা তেল ব্যবহার বন্ধ করতে হবে, জনবসতিপূর্ণ স্থানে ইটভাটা বন্ধ করতে হবে ও ইটভাটা অবশ্যই পরিবেশ বান্ধব হতে হবে, পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে ইত্যাদি।

পরিবেশ দূষণ রোধ করার দায়িত্ব সকলের। যারা পরিবেশ দূষণে যুক্ত হচ্ছেন, তাদেরকে শাস্তির কাঠগড়ায় নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিবেশ দূষণ মুক্ত করা সম্ভব।

“আলোকিত মানুষের প্রত্যাশায়”

“আলোকিত মানুষের প্রত্যাশায়” শ্লোগান নিয়ে সামাজিক সংগঠন সাঁকো ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর পক্ষ থেকে সমিতির সদস্য হত দরিদ্র সন্তানদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। গত ০২/০৯/২০২০ ইং তারিখে রোজ বুধবার সাঁকো ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতির অফিস কক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা মোতাবেক সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। সাঁকো ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি শিক্ষাবৃত্তি ২০২০ সালের এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় জিপিএ ৫ উত্তীর্ণ মোট ১০ জন গরিব মেধাবি শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ১০০০/-(এক হাজার)টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

এ সময় সাঁকো ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর পক্ষ থেকে সংগঠনের সভাপতি ও ম্যানেজার বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির নগদ টাকা প্রদান করেন।

Coved 19 এ আমাদের অর্থিক সহযোগীতাঃ

বাংলাদেশে সমবায় সমিতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমবায় সমিতি কাজ করে থাকে। বাংলাদেশের অনেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ঈর্ষণীয় সাফল্যের সাথে সমবায় সমিতির ভূমিকা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে দেশকে পুনর্ঘটনেও সমবায় সমিতির কাজ সারা বিশ্বে প্রশংসা পেয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগেও সাফল্যের সাথে ভূমিকা রেখেছে। সমবায় সমিতি তথা বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে তুলেছেন। যাই হোক, যেকোনও ধরনের মানবিক বিপর্যয়ে সমবায় সমিতি এগিয়ে আসবে তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে এটাই স্বাভাবিক।

একজন সমাজকর্মী সমবায় সমিতি বর্তমান কাজের ক্ষেত্রে সচেতনতার কাজের ব্যাপারে বেশ গুরত্ব দেওয়ার কথা বলে।

“সমবায় সমিতি প্রথমে যে কাজটি ভালভাবে করতে পারে সেটি হলো জনগনকে সামাজিক ও শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখতে সচেতন করে তোলা। সমবায় সমিতির বিশাল কর্মী বাহিনী একেবারে প্রান্তিকজনগোষ্ঠীর কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে।”ক্ষুদ্র ঋণ গ্রাহক বিশেষ করে যারা গরীব তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা।

করোনাভাইরাস পরবর্তী প্রভাব মোকাবেলায় সমবায় সমিতি একটা বড় ভূমিকা থাকবে বিশেষ করে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে। যে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মন্দার দিকে আমরা যাচ্ছি সেটা মোকাবেলার জন্য আত্মকর্মসংস্থানের কোন বিকল্প থাকবে না। সমবায় সমিতি করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলার দরিদ্র মানুষের ক্ষুধা নিবারণে অনেক কাজ করতে হয়েছে। সাঁকো ব্যাসায়ী সমবায় সমিতি তাদের কর্মী বাহিনী নিয়ে এলাকার হত দরিদ্র মানুষেরে মাঝে এবং সমিতির সদস্যদের মাঝে ৫কেজি চাল, ১ কেজি আলু ও ১ লিটার সোয়াবিন তেল এবং যারা করোনায় আক্রান্ত তাদের মাঝে মাস্ক, লেবু বিতরন করে।

নারী নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে করনীয়ঃ

পুরুষ শাসিত এ সমাজের একটি বিশাল ব্যাধি 'নারী নির্যাতন'। সমাজ ও সভ্যতা যত এগিয়ে যাচ্ছে, ততই যেন এ প্রবণতা বেড়ে চলেছে। মানুষ যতই সচেতন হচ্ছে, ততই নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে তাদের অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাচ্ছে; বৃদ্ধি পাচ্ছে উদাসীনতা।

দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অশিক্ষাসহ নানা কারণে নির্যাতিত হচ্ছে নারীরা। যৌতুকের দাবি মেটাতে না পেরে অসংখ্য নারীর জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, তালাকসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদ্যমান আইনগুলোর যথাযথ প্রয়োগ নেই। তাছাড়া এসব আইন সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ সচেতনও নয়।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, পৃথিবীব্যাপী এসব সহিংসতার শিকার হয়ে প্রতি বছর অসংখ্য নারীর মৃত্যু হচ্ছে। কারণ তারা মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না, তাদের কথা বলতে দেওয়া হয় না। নির্যাতিত হওয়ার পর তাদের থাকতে হয় চাপের মুখে।

দেখা যায় সমাজের শিক্ষিত, সচেতন ও প্রভাবশালী মানুষ দ্বারাই নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা বেশি ঘটছে। তার চিত্র সমপ্রতিআমরা দেখতে পেয়েছি। সারা বিশ্বে যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীরা একটি প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। এ নিয়ে পৃথিবীব্যাপী সৃষ্টি হয়েছিলো আলোড়ন। এ আন্দোলনের নাম দেয়া হয়েছিলো মি টু। কিন্তু কতখানি ফলপ্রসূ এ আন্দোলন? প্রশ্ন থেকেই যায়। সফলতা পাওয়া গেলেও তা সম্পূর্ণ কি? সঠিক উত্তর পাওয়া কষ্টসাধ্য। বরং দেখা যাচ্ছে, নির্যাতনকারীরা প্রভাব ও প্রতিপত্তির কারণে অপরাধ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে। নারীর ওপর পুরুষের অবিরাম ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে সাম্প্রতিককালে এ ধরনের নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে চলেছে।

আগামী প্রজন্মের সুস্থভাবে বেড়ে উঠা এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতেও বাল্য বিবাহ একটি বড় বাধা। বাল্য বিবাহের শিকার ছেলে ও মেয়ের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদনের মত মৌলিক মানবাধিকার লংঘিত হয়। দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী পুরুষের ক্ষেত্রে ২১ বছর পূর্ণ এবং নারীর জন্য ১৮ বছর পূর্ণ না হলে তা বাল্য বিবাহ বলে গন্য হয়। অর্থাৎ বর-কনে উভয়ের বা একজনের বয়স বিয়ের দ্বারা নির্ধারিত বয়সের চেয়ে কম বয়সে হলে তা আইনে বাল্যবিবাহ বলে চিহ্নিত। বাল্য বিবাহ একদিকে আইন এবং সংবিধানের লংঘন। জনসংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত প্রাপ্তবয়সে বিবাহ সুবিধাজনক। ভবিষ্যতে সন্তানের মা যিনি হবেন, তাঁকে অবশ্যই পরিপূরকহতে হবে।

বাল্য বিবাহের কুফল ও প্রভাবঃ

১। নারী শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া ছাড়াও বাল্য বিবাহের কারনে মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মা হতে গিয়ে প্রতি ২০ মিনিটে একজন মা মারা যাচ্ছেন। গর্ভপাতের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়। প্রতিবছর গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবকালীন সমস্যার কারণে কমপক্ষে ৬০ হাজার বাল্যবধূ মারাও যায়।

২। প্রতি ঘন্টায় মারা যাচ্ছে একজন নবজাতক। নবজাতক বেঁচে থাকলেও অনেক সময় তাকে নানা শারীরিক ও মানষিক জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়।

৩। বাল্যবিবাহের প্রথম শিকার হয় শিশু, দ্বিতীয় শিকার নারী এবং তৃতীয় শিকার সমাজ। কম বয়সে মা হওয়ার কারণে মা ও গর্ভের সন্ড়ানের শরীরে রক্তশূন্যতাসহ নানা ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। বাল্যবিবাহের পরিণতিতে শুধু শিশু, অল্প বয়সী নারী বা তার পরিবারই আক্রান্তহয় না, এতে দেশ হয় অপুষ্টি ও দুর্বল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উত্তরাধিকারী। অপ্রাপ্তবয়স্ক মা প্রতিবন্ধী শিশু জন্মদান করতে পারে।

৪। বাল্যবিবাহ শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি করে না, পারিবারিক, সামাজিক এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধনেও সহায়ক হয়। বাংলাদেশে জন্মহার হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে প্রধান দুটি অন্তরায়হলো বাল্যবিবাহ ও অল্প বয়সে সন্তানধারণ। ফলে অগ্রিম একটি জাতি জন্ম গ্রহণের ফলে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫। বাল্য বিবাহের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদের আশংকা তৈরী হওয়া ছাড়াও নানা পারিবারিক অশান্তি দেখা দেয়।

৬। স্কুল কলেজ গামী ছাত্র/ছাত্রীদের হ্রাস করে।বাল্য বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে মেয়েরা পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

৭। প্রজনণস্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় বিবাহিত কিশোরীরা বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি মানসিক সমস্যার কবলেও পড়ে। শারীরিক গঠন পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগেই বিয়ে অতঃপর সন্তানজন্ম দেওয়ার কারণে বাল্যবধূরা পুষ্টিহীনতায় ভোগে। অপুষ্টির মধ্যে শারীরিক নানা উপসর্গ দেখা দেওয়া সত্বেওপ্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতনতার কারণে গর্ভবতী হয় সে। তা ছাড়া গর্ভধারণের বয়সে উন্নীত হওয়ার আগেই অল্প বয়সী বালিকাদের বিয়ে দিলে পরবর্তী সময়ে যে গর্ভসঞ্চার হয়, তা নবজাতক ও মা উভয়ের জন্যই বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর হতে পারে।

৮। স্বামী, সংসার, শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে বুঝে উঠার আগেই সংসার এবং পরিবারের ভারে আক্রান্তহয়। অন্যদিকে শ্বশুরবাড়ির থেকেও তার উপর চাপের সৃষ্টি হয়, শুর হয় অশান্তি,পারিবারিক কলহ, এবং সর্বোপরি পারিবারিক নির্যাতন।

৯। অপরিনত বাড়ন্ত পুষ্ঠিহীন শরীরে বেরে উঠে আরেকটি অনাগত ভবিষ্যত অপুষ্ঠিগত অভিশাপের বোঝা নিয়ে। বেড়ে চলে মা ও নবাগত শিশুর জীবনের ঝুঁকি।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করনীয় ঃ

একটু ভাবুন, আমি আপনি পরিশীলিত মূল্যবোধ নিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজের জন্য কত টুকু কাজ করছি? কতটুকু দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারছি? কতজন অসহায় নারী শিশুর পাশে দাঁড়াতে পারছি?আমি আপনি যদি সবাই সচেতন হই তাহলে একটি কন্যা শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে। দেশে মা ও শিশুর অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে আমাকে ও আপনাকে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আপনার সদিচ্ছাই পারে বাল্যবিবাহ রোধ করতে। আপনার লিখিত বা মৌখিক আবেদন অথবা সংবাদের ভিত্তিতে একজন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার অফিসার ইনচার্জ, কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি বাল্য বিবাহ বন্ধ সহ আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। বাল্য বিবাহ রোধকল্পে ১০৯ কিংবা ৯৯৯ ফোন করে যেকোন বাল্য বিবাহ সংক্রান্ত তথ্য আপনার পরিচয় গোপন রেখে আপনি প্রশাসনকে প্রদান করতে পারেন।

বাল্যবিবাহ সংকুচিত করে দেয় নারীর পৃথিবী। উঠান বৈঠক এবং সামাজিক সচেতনতা আর সম্মিলিত প্রচেষ্টাই কেবল বাল্যবিবাহ রোধ করে একটি কন্যাশিশুকে অধিকারসচেতন নারী কিংবা দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নারী নিজেই সচেতন হয়ে উঠেছেন। নারী নিজেই যখন বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন, তখন এ ঘৃণ্য অভিশাপ থেকে নিশ্চিতভাবে কন্যাশিশুরা মুক্তি লাভ করবে। যখন দেশ, জাতি, রাষ্ট্র ও সমাজ এ বিষয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, তখন বাল্যবিবাহের আড়ষ্টতা থেকে নারীরা বেরিয়ে আসবেন এ প্রত্যাশায় বাল্যবিবাহ রোধে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। একজন নারীর সদিচ্ছাই পারে বাল্যবিবাহ রোধ করতে। বাল্য বিবাহ রোধে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে সচেতনা ও শিক্ষা। কেননা যখন সবাই সচেতন হবে তখন বাল্য বিবাহ রোধে সবাই ভূমিকা রাখতে পারবে। এছাড়া শিক্ষা হলো নারীদের জন্য অপরিহার্য। শিক্ষিত নারী-ই পারে সমাজের সকল অনিয়মেয় বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। নারীরা যখন তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেতন হবে তখন আশে পাশের মানুষগুলো নড়েচড়ে বসবে। কোন কিছু চাপিয়ে দিতে তারা ভাববে। এখন সময় এসেছে নারীদের নিজেদের অধিকার বুঝে নেয়ার। বাল্য বিবাহ রোধে নারীদের কেই কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। পরিবারে বোঝা না হয়ে নিজেকে শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করতে হবে। সর্বোপরি বাল্য বিবাহ রোধে নারীদের কেই কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। পরিবারে বোঝা না হয়ে নিজেকে শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হতে হবে। মোটকথা বাল্যবিবাহ বন্ধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সচেতন করতে হবে পিতা-মাতাকে তা হলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা যাবে।

আত্মকর্ম সংস্থানঃ

কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল শক্তি হচ্ছে সেই দেশের দক্ষ কর্মক্ষম ও সুশৃঙ্খল জনশক্তি। আর এ জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো দেশের যুব সমাজ। বাংলাদেশ একটি জনবহুল ও দ্রত উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশে যুব বেকারত্বের হার প্রকট এর অন্যতম কারন সমূহের মধ্যে কর্মমূখী শিক্ষার অভাব, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, বিনিয়োগের অভাব, যে কোন পেশা গ্রহনে অনীহা উল্লেখযোগ্য। যুব জনগোষ্ঠীর এ সমস্যা নিরসনকল্পে সাঁকো ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ প্রশিক্ষন, ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচী, ঋণদান কর্মসূচী গ্রহনের মাধ্যমে ব্যাপক দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বেকার ও পশ্চাদপদ যুব জনবলকে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরীতে যুব প্রশিক্ষন ও ঋণ কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান
০১	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন	৩০ দিন	ডটনেট কম্পিউটার সেন্টার
০২	পারিবারিক হাঁস মুরগী পালন	০৭ দিন	সাঁকো ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি
০৩	ছাগল পালন	০৭ দিন	সাঁকো ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি
০৪	সেলাই প্রশিক্ষণ	৩০ দিন	ডটনেট কম্পিউটার সেন্টার
০৫	মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদন	০৭ দিন	ডটনেট কম্পিউটার সেন্টার

ভিশন এবং মিশনঃ

“সাঁকো ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ কে একটি টেকসই সামাজিক আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলা”

১। ২০২০সালের মধ্যে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজিলায় প্রতিটি গ্রামে একটি করে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি নিবন্ধন করা ও গ্রামভিত্তিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

২। ২০২১সালের মধ্যে বোদা উপজিলায় প্রতিটি ইউনিয়নে একটি সমবায় বাজার সমিতি প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপন্যের বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রনে সহায়তা করা এবং কৃষকের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও জনগনের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী- ন্যায্যমূল্যে সাধারন জনগনের হাতে পৌছে দেওয়া।

৩। কৃষকের উৎপাদিত ভোগ্যপন্য সরাসরি বাজারজাত করা এবং মধ্যস্বত্বভোগী, দালাল, মুনাফাখোর ব্যতিরেকে দ্রব্যমূল্য ন্যায্যমূল্যে জনগণের হাতে পৌছে দেওয়া।

৪। সমবায়ীদের উৎপাদিত পন্য সামগ্রী বাজারজাত করণের লক্ষ্যে জনসাধারন অধ্যুষিত এলাকায় সমবায় স্টল নির্মানে ব্যবস্থা গ্রহন করা।

৫। সমবায়ের মাধ্যমে সমাজে নতুন নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করা ও বেকারত্ব দুরীকরনে ভূমিকা রাখা।

৬। উদ্যোক্তা সৃষ্টি।

৭। শিল্প স্থাপন।

৮। সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

৯। কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি।

১০। দেশের লুপ্তপ্রায় কুটিরশিল্প, হস্তশিল্পবিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে পুনুরজ্জিবীত করে উক্ত শিল্পসমূহকে সক্রিয় করা ও জনগণের মাঝে জাতীয়ভাবে ও অন্তর্জাতিকপরিমন্ডলে পরিচিত করান।

নিম্নে **"সাঁকো ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ" এর কার্যক্রমে চিত্র দেয়া হলোঃ**

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA